যুগান্তর

তারিখ 18 JUL 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

দনিয়া কলেজের ২৫ লাখ টাকা লুটপাট

সাংসদের হস্তক্ষেপে থেমে গেছে তদন্ত

মুসতাক আহমদ

রাজধানীর ডেমরার দনিয়া কলেজের প্রায় ২৫ লাখ টাকা লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষসহ গভর্নিং বডির কয়েকজন সদস্য ও শিক্ষক জড়িত বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্টে দেখা গেছে। তবে এ তদন্ত স্থানীয় সাংসদ আলহাজ হাবিবুর রহমান মোল্লার হস্তক্ষেপে থেমে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যুগান্তরের হাতে আসা প্রমাণে দেখা গেছে, এ তদন্তটি মূলত হাবিবুর রহমান মোল্লারই আট বছর আগে দেয়া এক পত্রের কারণে শুরু হয়েছিল। কিন্তু আট বছর পর এসে তিনি এখন অধ্যক্ষকে ভালো হিসেবে বিবেচনা করে গত জোট সরকারের আমলে নির্যাতিত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ব্যাপারে ঢাকা-৫ আসনের সাংসদ হাবিবুর রহমান মোল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এ প্রতিবেদককে জানান, তিনি পত্র দিয়েছেন সত্য। কিন্তু যদি তদন্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তা করতে পারে। কলেজের শিক্ষার পরিবেশের স্বার্থে তিনি পত্রটি দিয়েছিলেন। তিনি তদন্ত থামাতে বলেননি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া যে

তদন্ত : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

তদন্ত : দনিয়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পত্রে অধ্যক্ষের সীমাহীন দুর্নীতির সঙ্গে অভিযোগ হাবিবুর রহমান মোল্লা সুপারিশ করেন, তা দেয়া হয়েছিল ২০০১ সালের ৬ জুলাই। ওই পত্রের রেশ ধরে বিভিন্ন তদন্ত শেষে অধ্যক্ষ শাহাদত হোসেন রানা গভর্নিং বডি কর্তৃক বরখাস্তও হন। কিন্তু পরে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে হাত জোরপূর্বক চেয়ার দখল করেন। এ অবস্থায় ভুক্তভোগীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফের তদন্ত শুরু করে। কিন্তু আট বছর পর এসে হাবিবুর রহমান মোল্লাই ৫ মার্চ আরেক পত্রে শাহাদত হোসেন রানাকে জোট সরকারের আমলে নির্যাতিত হিসেবে চিহ্নিত করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্র দেয়ায় এখন দুর্নীতির তদন্ত থেমে গেছে।

কলেজটিতে যেসব খাত থেকে অর্থ লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে রয়েছে— নির্মাণ কাজ বাবদ ১৬ লাখ ৫ হাজার, নির্মাণ কাজের অগ্রিম বাবদ ১ লাখ, কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ তহবিল থেকে অনুমতি ছাড়া ৩ লাখ, কলেজ তহবিল থেকে ১ হাজার ৯শ', ক্যান্টিন ভাড়ার ৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা। একই সঙ্গে কলেজে অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে লাখ লাখ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুর্নীতির পরিমাণ এত বেশি হয়েছে যে, ওইসব দুর্নীতি পরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগীয় কমিশনার পাঁচবার তদন্ত করে প্রমাণ পেয়েছে। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরও তা কার্যকর হয়নি। এ জন্য সাংসদ হাবিবুর রহমান মোল্লার হস্তক্ষেপকেই দায়ী করা হচ্ছে।

গত ২০০১ সালের ৫ জুলাই চারজন গভর্নিং বডির সদস্যের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট পৃথক পাঁচটি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন থেকে এ কলেজের দুর্নীতির তথ্য জানা যায়। পাঁচটির মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দু'বার, বিভাগীয় কমিশনার একবার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দু'বার তদন্ত করেছে। গভর্নিং বডির চারজন সদস্য মূলত অধ্যক্ষ শাহাদত হোসেনের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ এনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে অভিযোগ করেন। আর ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করেন তৎকালীন সাংসদ আওয়ামী লীগ নেতা হাবিবুর রহমান মোল্লাও। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়টি তদন্ত করেছিল। পরে ২০০২ সালের [illegible] মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথম তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়। তদন্তে অধ্যক্ষ শাহাদতের বিরুদ্ধে নয়টি অভিযোগের মধ্যে সাতটিই প্রমাণিত হলে তাকে বরখাস্তের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ অনুযায়ী ২০০৩ সালের ১[illegible] জুন গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাহাদত হোসেনকে বরখাস্ত করা হয়। ১/১১ এর পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ২০০৭ সালের ১৩ মে নিরাপত্তা বাহিনীর একজন কর্মকর্তার সহায়তায় শাহাদত হোসেন অধ্যক্ষের কক্ষের তালা ভেঙে চেয়ার দখল করেন। বিষয়টি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

ঘটনা পরম্পরায় ২০০৮ সালের ১৯ নভেম্বর তদন্ত করে সব সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডিন মোহাম্মদ বিন কাসিমকে আহ্বায়ক করে ২০০৯ সালের ২৫ মার্চ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ অবস্থায় ২ মে সাংসদ হাবিবুর রহমান মোল্লা তদন্ত কাজ বন্ধ রাখার অনুরোধ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিজের সংসদ সদস্যের প্যাডে পত্র লেখেন (অথচ ২০০১ সালে তিনি অধ্যক্ষকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে সুপারিশ করেছিলেন)। সর্বশেষ সাংসদের হস্তক্ষেপে বর্তমানে তদন্ত কাজ বন্ধ রয়েছে।

এ বিষয়ে হাবিবুর রহমান মোল্লা বলেন, তিনি তদন্ত কাজে হস্তক্ষেপ করেননি। দীর্ঘ সময় লাগছে বিধায় অনুরোধ করেছেন মাত্র। তিনি বলেন, অধ্যক্ষের এসব দুর্নীতির খবর তিনি জানতেন না। তিনি দুর্নীতিবাজকে সমর্থন করেন না বলে জানান। তিনি বলেন, অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা নিক।